মুরাদনগর উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২৬-২০৩০ খ্রিঃ)

১. খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনা

ফসলের নাম	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (মে. টন)				
	২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
বোরো ধান	১১০৫০০	১১১২০০	১১১৭০০	১১২২০০	১১২৭০০
আউশ ধান	৩৬২০০	৩৬৭৫০	৩৭৩০০	৩৭৮০৫	৩৮২০০
আমন	২০৬০০	২১০০০	২১৬০০	২২১০০	২২৭০০
বোনা আমন	৮৫০০	৮৬০০	৮৭০০	৮৮০০	৯০০০
গম	১০০০	১৫০০	২০০০	২৫০০	৩০০০
ভুট্টা	৫৬০০	৬০০০	৬৫০০	৭০০০	৭৫০০
আলু	৯০০০	৯২০০	৯৪০০	৯৬০০	৯৮০০
সরিষা	১৪৫০০	১৫০০০	১৫৮০০	১৬২০০	১৭০০০
মসুর	৫৫০	৬০০	৬৫০	৭০০	৭৫০
খেসারি	৫০০	৫৫০	৬০০	৬৪০	৬৭০
মাসকলাই	১৭০	১৯০	২৩০	২৫০	৩০০
চিনাবাদাম	৪৫	৫০	৫৫	৬০	৬৫
পেঁয়াজ	৯৫০	১০৫০	১১৫০	১৩০০	১৫০০
রসুন	২২০০	২৫০০	২৭০০	২৯০০	৩০০০
ধনিয়া	৬৫০	৭৩০	৭৯০	৮৪০	৯০০
শাক সবজি	৬৫০০০	৬৮০০০	৭০০০০	৭৩০০০	৭৫০০০
মরিচ	১০৬০	১১৯০	১২৯৫	১৪০০	১৫৯০
মিষ্টি আলু	২৭০০	২৭৯০	২৮৯০	২৯৮০	৩১০০
সূর্যমুখী	২৫	৩০	৩৫	৪০	৫০
মটর	১৫	২০	২২	২৪	২৫
আখ	৫০	৫২	৫৫	৫৮	৬০
তরমুজ	৭০	৭২	৭৫	৭৮	৮০
বাঙ্গি/ফুটি	১২০	১৩০	১৪০	১৫০	১৬০
খিরা	১৯০০	১৯৭০	১৯৯০	২০১০	২০৫০
তিল	৩০০	৩১০	৩২০	৩৫০	৩৮০
মুগ	১০	১২	১৪	১৬	১৮
আদা	৪৫০	৬০০	৮২০	১০২০	১৩০০
হলুদ	১৮০	২০০	২৫০	২৭০	৩০০
পাট	৭৫০	৮৮০	৯৯০	১১০০	১৩০০
ধৈঞ্চা	৩০০০০	২৮০০০	২৬০০০	২৩০০০	২০০০০
ফল বাগান	৪০০	৬০০	৮০০	৯০০	১০০০

২. কৃষক প্রশিক্ষণ (জন) পরিকল্পনা

বছর	প্রকল্পভিত্তিক	এফএফএস/ পিএফএস	কৃষির বিভিন্ন এপসের দ্বারা	মাঠ দিবস দ্বারা	উঠান বৈঠক এর মাধ্যমে	কর্মশালার মাধ্যমে	গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক
২০২৬	৭৫০	১০৫০	৪৬০০	৩৭০০	১৩২০০০	৬০	৩০
২০২৭	৭৮০	১১০০	৫০০০	৪০০০	১৩৫০০০	৭০	৪০
২০২৮	৮০০	১১৫০	৭০০০	৪৫০০	১৩৮০০০	৮০	৫০
২০২৯	৮২০	১২০০	৯০০০	৫০০০	১৪০০০০	৯০	৬০
২০৩০	৮৫০	১২৫০	১১০০০	৬০০০	১৫০০০০	১০০	৭০

৩. প্রণোদনা কর্মসূচীর মাধ্যমে উপকারভোগী কৃষকের লক্ষ্যমাত্রা

মৌসুমের নাম	ফসলের নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা				
		২০২৬	২০২৭	২০২৮	২০২৯	২০৩০
রবি মৌসুম	গম	৩০০	৩৫০	৪০০	৪৫০	৫০০
	ভুট্টা	৪৫০	৬০০	৮০০	১০০০	১২০০
	সরিষা	১০৫০০	১১৬০০	১২৩০০	১২৯০০	১৩৫০০
	পেয়াজ	১৫০	৩০০	৫০০	৭০০	১০০০
	চিনাবাদাম	৩০	৫০	৭০	৯০	১১০
	মসুর	২০০	২৫০	৩০০	৩৫০	৪০০
	খেসারি	৩৫০	৪১০	৪৬০	৫১০	৫৬০
	সূর্যমুখী	৩০	৪৫	৬৫	৮০	১০০
	বোরো উফশী	৭৮০০	৮০০০	৮৫০০	৯০০০	৯৫০০
	বোরো হাইব্রিড	২৭০০	৩৫০০	৪০০০	৪৫০০	৫০০০
খরিপ-১	আউশ উফশী	১২০০০	১৩০০০	১৪০০০	১৫০০০	১৬০০০
	পাট	৪০০	৭০০	১২০০	১৫০০	১৮০০
খরিপ-২	রোপা আমন	১৫০০	২৫০০	৩৫০০	৪৫০০	৫৫০০

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমাদের গ্রহীত পদক্ষেপ সমূহঃ

মুরাদনগর উপজেলায় ভূমি শ্রেণী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এ উপজেলায় মধ্যম নীচু জমির পরিমান তুলনা মূলক ভাবে বেশী। এ কারনে বর্ষা মৌসুমে এসব জমি প্রায় ১ ফুট থেকে ৩/৪ ফুট পর্যন্ত পানির নীচে তরিয়ে যায়। এই জমিতে সুদীর্ঘ কাল ধরে এখানে স্থানীয় গভীর পানির বোনা আমনের চাষাবাদ হয়ে আসছে। ২০২১-২২ বছরে মুরাদনগর উপজেলার গভীর পানির বোনা আমনের আওতায় জমির পরিমান হচ্ছে ৬৫৭৫ হেঃ যেখানে ২০২০-২১ বছরে বোনাআমন ধানের আওতায় জমির পরিমান ছিল ৬৬৪৫ হেঃ। ২০১৬-১৭ ইং থেকে ২০২১-২২ ইং পর্যন্ত এই পাঁচ বছরের মৌসুমী বৃষ্টিপাত ও বন্যার প্রকোপতা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এতদ অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ ধীরে ধীরে কমছে এবং একটানা মৌসুমী বৃষ্টিপাতের দরুণ সাময়িক জলাবদ্ধতার পরিমাণও কমে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত এ কারণ ছাড়াও স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায় রবি/২০২২-২৩ মৌসুমে ১০৫৪৭ হেঃ সরিষা ও ১৭১৭০ হেক্টর বোরো আবাদের পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া বন্যা ও সাময়িক জলা বদ্ধতার ব্যাপকতা কমে যাওয়ায় আউশ, রোপা আমনসহ সকল রবি ফসলের আবাদ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

এছাড়া প্রতিটি বসত বাড়ীতে সকল মৌসুমেই ১/২ শতক করে সাময়িক পতিত জমি থাকে। এলাকা ভিত্তিক বসতবাড়ীর কৃষানীদেরকে সংগঠিত করে প্রতিটি বসতবাড়ীর সাময়িক পতিত এসব জমিকে সারা বৎসরের সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এটি নিশ্চিত করতে পারলে একদিকে যেমন গৃহিনীরা নিজেদের বাড়ীর সবজির চাহিদা নিজেরা পূরণ করতে পারবে পাশাপাশি পারিবারিক পুষ্টি চাহিদাও পূরণ সম্ভব হবে।

উপরের টার্গেটগুলো নিম্নোক্ত উপায়ে পূরণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে

১. বিভিন্ন ফসলের স্থানীয় জাতের পরিবর্তে আধুনিক জাতের আবাদ বৃদ্ধি।
২. ভাসমান বেডে আবাদ করে জলাবদ্ধ জমির সদ্ব্যবহার করা।
৩.বিভিন্ন ফসলের বাই-প্রোডাক্ট গুলোকে জনপ্রিয় করা- যেমন মধু, তেল ইত্যাদি।
৪.বাণিজ্যিক কৃষির জন্য বিভিন্ন কোম্পানির সাথে কৃষকের লিংকেজ স্থাপনে সহায়তা প্রদান।
৫. কৃষি জমি হ্রাস-একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় মোট উৎপাদন বৃদ্ধি
৬. সারের মূল্য -হ্রাস, স্বচ্ছ মনিটরিং এবং সুষম সারের ব্যবহার বৃদ্ধি
৭. সেচ যন্ত্রের ব্যবহার ও সেচ এলাকা ২০% বৃদ্ধি
৮. ফসলের আধুনিক উচ্চ ফলনশীল, হাইব্রিড ও ঘাতক সহিষ্ণু জাতের আবাদ বৃদ্ধি ৮০%
৯. প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে কৃষি প্রণোদনার উপকরণ বিতরণ বৃদ্ধি
১০. খামার যান্ত্রিকী করণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি,
১১. সকল সম্প্রসারণ কাযক্রম এবং মাঠ পর্যায়ের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি, মোবাইল ও দৈনন্দিন মনিটরিং
১২. বিভিগীয় বিভিন্ন কর্মসূচী/ প্রকল্পের প্রভাবের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি (বীজ উৎপাদন, কৃষিতে যন্ত্রপাতি, ফলের চাষ, মৌচাষ এবং বিষমুক্ত সবজি চাষ ইত্যাদি)
১৩. সারের ভর্তুকি প্রদান

কর্মপরিকল্পণা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সমস্যা, সম্ভাবনা ও সুপারিশ

ক) সমস্যাঃ

১। মাটির উর্বরতা হ্রাস।
২। সঠিক সময়ে চাষাবাদ সম্যসা।
৩। সঠিক সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে স্কীম চালু না হওয়া।
৪। কৃষকের উৎপাদিত ন্যায্য মূল্য না পাওয়া।
৫। বাজারজাতকরণ সমস্যা।
৬। ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণের সু-ব্যবস্থা না থাকা।
৭। কাঁচা সেচ নালার কারণে সেচের পানি অপচয়।

খ) সম্ভাবনাঃ

১। উপজেলায় কোল্ডষ্টোরেজ স্থাপন করা হলে ফল ও সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

গ) সমাধানঃ

১। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিকল্পে জৈবসার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

২। পাওয়ার ট্রিলার সংখ্যা বৃদ্ধিকরে চাষাবাদ সমস্যা সমাধান করতে হবে।

৩। প্রশাসনিক ভাবে প্রদক্ষেপ গ্রহণ করে স্কীম চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। সঠিক সময়ে স্কীমের বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া।

৫। সরকারিভাবে ফসলক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬। প্রক্রিয়াজাতকরণের শিল্প কারখানা গড়ে তোলা।

৭। ড্রেন পাকা করে পানির অপচয় রোধ করা।

৮। সরিষা সহ তেল ফসলের আবাদ বৃদ্ধির প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো জলাবদ্ধতা। প্রশাসনের সহযোগিতায় জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে সরিষা সহ তেল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যেমন-

ক. প্রকল্পের আওতাভূক্ত উপজেলার সকল প্রশাসনের সহযোগিতায় সকল খাল পুনঃ খনন করা।

খ. পানি চলাচল করে অথচ প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ বাধ নির্মাণ করে রেখেছেন এমন সরকারি খাস জায়গা গুলি প্রভাবশালিদের কাছ থেকে উদ্ধার করে জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা করা।

উপসংহার/মন্তব্য

কৃষি প্রধান অর্থনীতির প্রায় ৭০ ভাগ জনসাধারণ এখনও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। মোট জিডিপির ২২ শতাংশ আসে কৃষি খাত হতে। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নত এবং উফশী জাতের সম্প্রসারণ, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ ও কৃষিখাতে অন্যান্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন তথা সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে। কৃষি তথা কৃষকের উন্নয়নে এ উপজেলার কৃষি কার্যক্রম বিগত বছরগুলো থেকে গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যার দরুণ এ উপজেলায় ধানসহ বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে এ উপজেলার কৃষি বিভিাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আবাদি জমি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষিতে সর্বপ্রকার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারা অব্যাহত রাখতে এবং সবজি ও ফল উৎপাদন বৃদ্ধি করে স্থানীয় পুষ্টির চাহিদা পূরণে আগামী বছরগুলোতে কর্মপরিধি আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আরও নতুন নতুন ফসল ও প্রযুক্তির উপরে বিভিন্ন প্রকল্প, প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উপজেলার বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃষি পরিবেশ অঞ্চল রয়েছে। ভূ-বৈচিত্র্য মুরাদনগর উপজেলার কৃষিকে করেছে বৈচিত্রময় ও সমৃদ্ধ। কৃষিক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে খোরপোষের কৃষি আজ বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। দেশের এ অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার মহাসড়কে মুরাদনগর উপজেলা সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এ এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন ফসল আবাদের এক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে, যাতে করে আগামী বছরগুলোতে আবাদকৃত সকল ফসলের ফলন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।